নির্বাচন অগ্রাধিকার
অতীব জরুরি

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

নং-১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০০১.২৩-৫০৮

তারিখ: ০৩ শ্রাবণ ১৪৩০
১৮ জুলাই ২০২৩

পরিপত্র-২

বিষয় : **জাতীয় সংসদের ১৬০ নেত্রকোনা-৪ শূন্য আসনের নির্বাচন উপলক্ষে পোস্টাল ব্যালটে ভোটদান, ভোটকেন্দ্র স্থাপন, ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের প্যানেল প্রস্তুত, নির্বাচনের কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বদলি এবং নতুন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল ও প্রতীক বরাদ্দ ইত্যাদি**

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে জারিকৃত বিভিন্ন পরিপত্র, ম্যানুয়েল ও নির্দেশিকার আলোকে সময়সূচির সাথে সংগতি রেখে জাতীয় সংসদের **১৬০ নেত্রকোনা-৪** শূন্য আসনের নির্বাচনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জারিকৃত পরিপত্র-১ এর মাধ্যমে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

২। **পোস্টাল ব্যালটে ভোটদান:** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ২৭ অনুচ্ছেদে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিম্নরূপ ব্যক্তিবর্গের পোস্টাল ব্যালট- এর মাধ্যমে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের বিধান রয়েছে:

(ক) ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯ এর ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৩) এবং (৫) এ বর্ণিত ব্যক্তিবর্গ;

(খ) কোন ব্যক্তি তিনি যে ভোটকেন্দ্রে ভোট দেয়ার অধিকারী সে কেন্দ্র ছাড়া অন্য কোন ভোটকেন্দ্রে নির্বাচন সংক্রান্ত কোন দায়িত্ব পালনের জন্য নিযুক্ত আছেন;

(গ) বাংলাদেশি ভোটার বিদেশে বসবাস করলে।

[গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ২৭ এবং ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯ এর ধারা ৮ এর সংশ্লিষ্ট অংশের কপি পরিশিষ্ট-ক]

উল্লিখিত শ্রেণির ব্যক্তিবর্গের আবেদনের ভিত্তিতে রিটার্নিং অফিসার তাদের নিকট ডাকযোগে "পোস্টাল ব্যালট" প্রেরণ করবেন। রিটার্নিং অফিসার যাতে অগ্রিম ডাক মাশুল পরিশোধ না করে দেশের ও বিদেশের বিভিন্ন স্থানে "পোস্টাল ব্যালট" ডাকযোগে প্রেরণ করতে পারেন এবং ভোটারগণও যাতে উক্তরূপ সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন তার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য ডাক বিভাগকে অনুরোধ করা হবে।

৩। **ভোটকেন্দ্র স্থাপন:** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৮ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুসারে রিটার্নিং অফিসারকে সংসদ নির্বাচনে প্রত্যেক নির্বাচনি এলাকার জন্য ভোটকেন্দ্রের স্থান এবং ভোটারগণ যে যে ভোটকেন্দ্রে ভোটদান করবেন সে সকল স্থানের নাম উল্লেখপূর্বক জাতীয় সংসদের **১৬০ নেত্রকোনা-৪** শূন্য আসনে নির্বাচনের **ভোটকেন্দ্রের ০৩ (তিন) প্রস্থ তালিকা (সফট কপিসহ) ০৮ আগষ্ট ২০২৩ তারিখের মধ্যে বিশেষ দূত মারফত নির্বাচন কমিশনে** দাখিল করতে হবে। ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যে সকল ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছিল উক্ত শূন্য আসনের নির্বাচনেও ঐ সকল ভোটকেন্দ্র বহাল রাখতে হবে। তবে কোন ভোটকেন্দ্র কোন প্রার্থীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবাধীন হলে তা কমিশনকে অবহিত করতে হবে। এছাড়াও উল্লিখিত নির্বাচনি এলাকার অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভোটকেন্দ্রের নাম নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করতে হবে। উল্লিখিত অধিক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রসমূহে অভিজ্ঞ প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪। **ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তা নিয়োগের উদ্দেশ্যে প্যানেল প্রস্তুত:** প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারি প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগ প্রসঙ্গে আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া যাচ্ছে যে, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ভোটকেন্দ্রের তালিকা চূড়ান্তভাবে প্রকাশের সংগে সংগে প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের জন্য প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারি প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার নিয়োগ চূড়ান্ত করতে হবে। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে রিটার্নিং অফিসার তার অধীনস্থ নির্বাচনি এলাকার ভোটকেন্দ্রের জন্য প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারি প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার নিয়োগের উদ্দেশ্যে একটি প্যানেল প্রস্তুত করবেন। একাদশ জাতীয় সংসদ সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে অত্র সচিবালয় হতে জারীকৃত নির্দেশনা অনুযায়ী ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ চূড়ান্ত করবেন। ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের নিয়োগের জন্য প্রস্তুতকৃত প্যানেল **১৬০ নেত্রকোনা-৪** শূন্য আসনে নির্বাচন উপলক্ষে **০২ আগষ্ট ২০২৩** তারিখের মধ্যে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

৫। **নির্বাচনের কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দায়িত্বপালন ও বদলি স্থগিতকরণ:** আপনি নিশ্চয়ই অবহিত আছেন যে, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ৪৪ই অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে নির্বাচনি তফসিল ঘোষণার পর হতে নির্বাচনি ফলাফল ঘোষণার পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশনের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে ৪৪ই অনুচ্ছেদে উল্লিখিত কর্মকর্তাবৃন্দকে স্ব-স্ব কর্মস্থল হতে বদলি করা যাবে না। এতদ্ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৬ অনুচ্ছেদ এবং গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ৫(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পালনে সহায়তা করা সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষের অবশ্য কর্তব্য। নির্বাচনি সময়সূচি জারির পর নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৩নং আইন) এর ৪(৩) ধারা অনুসারে নির্বাচনি দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারী স্বীয় চাকুরির অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে নির্বাচন কমিশনের অধীনে প্রেষণে নিয়োজিত আছেন বলে বিবেচিত হবেন। উক্ত আইনের ৪(২) ধারা অনুযায়ী কোন ব্যক্তি নির্বাচন কর্মকর্তা নিযুক্ত হলে তার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তাকে নির্বাচন কর্মকর্তা হিসাবে কোন দায়িত্বপালনের ব্যাপারে বাধা দিতে বা বিরত রাখতে পারবেন না।

৬। **নতুন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল ও প্রতীক বরাদ্দ:** রীট পিটিশন নং- ১০৯৪৯/২০১৮ এর ০৬ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে প্রদত্ত আদেশের প্রেক্ষিতে মাননীয় আপীল বিভাগে দায়েরকৃত সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপীল নং-৩০২৪/২০১৯ এর সাথে সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপীল নং-৩০২৩/২০১৯ এর উপর মাননীয় আপীল বিভাগের প্রদত্ত রায় ও আদেশ, রীট পিটিশন নং- ১২৭৩৭/২০১৮ এর ১১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে প্রদত্ত আদেশের প্রেক্ষিতে মাননীয় আপীল বিভাগে দায়েরকৃত সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপীল নং-২২৩৩/২০১৯ এর উপর মাননীয় আপীল বিভাগের প্রদত্ত রায় ও আদেশ এবং রীট পিটিশন নং- ৫৯৪৯/২০১৯ এর ১০ মার্চ ২০২২ তারিখে প্রদত্ত রায় ও আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর বিধান অনুযায়ী মাননীয় নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নিম্নলিখিত রাজনৈতিক দলকে নিবন্ধন প্রদান করে প্রতীক সংরক্ষনকরত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে, যা বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, ০৮ মে ২০২৩ ও ১৯ জুন ২০২৩ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে:

নিবন্ধন নম্বর ও তারিখ	রাজনৈতিক দল	সংরক্ষিত প্রতীক	প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ	গেজেটে প্রজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ	সংশ্লিষ্ট রীট পিটিশন, সিপিএলএ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য	মন্তব্য
০৪৫/ ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩	তৃণমূল বিএনপি	সোনালী আঁশ	১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩	১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩	রীট পিটিশন নং- ১০৯৪৯/২০১৮ সিপিএলএ নং- ৩০২৪/২০১৯ সিপিএলএ নং- ৩০২৩/২০১৯	মাননীয় হাইকোর্টের ৬ নভেম্বর ২০১৮ এর আদেশের প্রেক্ষিতে মাননীয় আপীল বিভাগের রায় ও আদেশ অনুসারে
০৪৬/ ০৮ মে ২০২৩	ইনসানিয়াত বিপ্লব, বাংলাদেশ	আপেল	০৮ মে ২০২৩	০৮ মে ২০২৩	রীট পিটিশন নং- ১২৭৩৭/২০১৮ সিপিএলএ নং- ২২৩৩/২০১৯	মাননীয় হাইকোর্টের ১১ এপ্রিল ২০১৯ এর আদেশের প্রেক্ষিতে মাননীয় আপীল বিভাগের রায় ও আদেশ অনুসারে
০৪৭/ ১৮ জুন ২০২৩	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ	মটরগাড়ি (কার)	১৮ জুন ২০২৩	১৯ জুন ২০২৩	রীট পিটিশন নং- ৫৯৪৯/২০১৯	মাননীয় হাইকোর্টের ১০ মার্চ ২০২২ এর আদেশের প্রেক্ষিতে রায় ও আদেশ অনুসারে

৭। **প্রতীকের নমুনা:** একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকালীন জারীকৃত পরিপত্র-৮ এবং পরবর্তীতে সংশোধনকৃত উল্লিখিত ৩৯টি রাজনৈতিক দলের সাথে উক্ত ০৩ (তিন) টি নতুন নিবন্ধিত দল অন্তর্ভুক্ত করা হলো (পরিশিষ্ট-খ)। তাছাড়া বিদ্যমান প্রতীকের পোস্টারে প্রদত্ত 'মটরগাড়ি (কার)' ও 'আপেল' প্রতীক **স্বতন্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত প্রতীকসমূহ** হতে প্রতিস্থাপিত হয়ে **নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত প্রতীকসমূহ** এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। একই সাথে 'সোনালী আঁশ' প্রতীক নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের জন্য সংরক্ষিত প্রতীকসমূহে অন্তর্ভূক্ত হিসাবে গণ্য হবে, যার নমুনা এতদসংগে প্রেরণ করা হলো (পরিশিষ্ট-গ)। এছাড়া আরও কয়েকটি রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

৮। **অনলাইনে মনোনয়নপত্র জমাদানের ব্যবস্থা:** সরাসরি মনোনয়নপত্র দাখিলের পাশাপাশি অনলাইনেও মনোনয়নপত্র জমাদানের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং অনলাইনে মনোনয়নপত্র জমাদানে আগ্রহী প্রার্থীদের উৎসাহিত করতে হবে। এছাড়া উল্লিখিত শূন্য আসনের নির্বাচন ৩০ জুন ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত নিবন্ধিত ভোটারদের সম্পূরক তালিকাসহ বিদ্যমান ভোটার তালিকা দিয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে।

সংলগ্নী: বর্ণনা মোতাবেক

(মোঃ আতিয়ার রহমান)
উপসচিব
নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা
ফোন: ৫৫০০৭৫২৫ (অফিস)
E-mail: sasemc1@gmail.com

প্রাপক:

আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রাম ও রিটার্নিং অফিসার
জাতীয় সংসদের ২৮৭ চট্টগ্রাম-১০ শূন্য আসনে নির্বাচন, ২০২৩

নং-১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০০১.২৩-৫০৮

তারিখ: ০৩ শ্রাবণ ১৪৩০ / ১৮ জুলাই ২০২৩

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
৩. গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা
৪. সিনিয়র সচিব/ সচিব .... (সংশ্লিষ্ট) মন্ত্রণালয়/বিভাগ
৫. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
৬. মহাপরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৭. মহাপরিচালক, বিজিবি/আনসার ও ভিডিপি/র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব), ঢাকা
৮. বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম
৯. প্রকল্প পরিচালক, আইডিইএ-২ প্রকল্প, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১০. পুলিশ কমিশনার, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ, চট্টগ্রাম
১১. যুগ্মসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১২. মহাপরিচালক, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
১৩. প্রকল্প পরিচালক, ইভিএম প্রকল্প, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৪. মহাব্যবস্থাপক, ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা
১৫. সিস্টেম ম্যানেজার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [ওয়েব সাইটে প্রকাশ ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণের অনুরোধসহ]
১৬. জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম
১৭. পুলিশ সুপার, চট্টগ্রাম
১৮. পরিচালক (জনসংযোগ), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [সংবাদ মাধ্যমকে অবহিতকরণ ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণের অনুরোধসহ]
১৯. উপসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
২০. সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার, চট্টগ্রাম ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২১. জেলা কমান্ড্যান্ট, আনসার ও ভিডিপি, চট্টগ্রাম
২২. উপজেলা নির্বাহী অফিসার,...............................(সংশ্লিষ্ট)
২৩. জেলা তথ্য অফিসার, চট্টগ্রাম

২৪. মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৫. মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব ...., এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৬. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৭. থানা নির্বাচন অফিসার, পাহাড়তলী/পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২৮. অফিসার-ইন-চার্জ, ...(সংশ্লিষ্ট) থানা।

(মোহাম্মদ মোরশেদ আলম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়-০১ শাখা
ফোন: ০২-৫৫০০৭৬১০
E-mail: sas_emc1@gmail.com

পরিশিষ্ট-ক

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ২৭ অনুচ্ছেদ এবং ভোটার তালিকা আইন,২০০৯ এর ৮ ধারার উদ্ধৃতাংশ

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ২৭ অনুচ্ছেদ

"27. (1) The following person may cast their votes by postal ballot in such manner as may be prescribed, namely:¬-

(a) a person referred to in sub-sections (3) and (5) of section 8 of the Electoral Rolls Act, 2009 (২০০৯ সনের ৬নং আইন);

(b) a person appointed for the performance of any duty in connection with an election at a polling station other than the one at which he is entitled to cast his vote; and

(c) a Bangladeshi voter living abroad.

(2) An elector who, being entitled to do so, intends to cast his vote by postal ballot shall-

(a) in the case of a person referred to in sub clause (a) and (c) of clause (1), within fifteen days from the date of the publication of the notification under Article 11, and

(b) in the case of a person referred to in sub clause (b) of that clause as soon as may be after his appointment,

apply to the Returning Officer of the constituency in which he is an elector for a ballot paper for voting by postal ballot; and every such application shall specify the name of the elector, his address and his serial number in the electoral roll.

(3) The Returning Officer shall immediately upon the receipt of an application by an elector under clause (2) sent by post to such elector a ballot paper and an envelope bearing on its face a form of certificate of posting, showing the date thereof, to be filled in by the proper official of the Post Office at the time of posting by the elector.

(4) An elector on receiving his ballot paper for voting by postal ballot shall in the prescribed manner record his vote and after so recording post the ballot paper to the Returning Officer in the envelope sent to him under clause (3) with minimum of delay."

ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯ এর ৮ ধারা

"৮। **অধিবাসী অর্থ**।-(১) অতঃপর ইহাতে ব্যবস্থিত বিধান ব্যতিরেকে, কোন ব্যক্তি সচরাচর যে নির্বাচনী এলাকায় বা ভোটার এলাকায় বসবাস করেন কিংবা যে নির্বাচনী এলাকার বা ভোটার এলাকায় বসতবাড়ী ভোগ দখল করেন কিংবা বসতবাড়ী ও অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তির মালিক হন তিনি উক্ত নির্বাচনী এলাকার বা ভোটার এলাকার অধিবাসী বলিয়া গণ্য হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তির একাধিক নির্বাচনী এলাকায় বা ভোটার এলাকায় বসতবাড়ীর দখল থাকিলে কিংবা বসতবাড়ী ও স্থাবর সম্পত্তির মালিকানা থাকিলে, ঐ ব্যক্তিকে, তাহার ইচ্ছা অনুযায়ী, যে কোন একটি নির্বাচনী এলাকায় বা ভোটার এলাকায় ভোটার হিসাবে নিবন্ধন করা যাইবে।

(৩) কোন ব্যক্তি সরকারী চাকুরীরত থাকিলে বা কোন সরকারী পদে অধিষ্ঠিত থাকিলে তিনি, যে নির্বাচনী এলাকার বা ভোটার এলাকায় চাকুরীসূত্রে সচরাচর বসবাস করেন সেই নির্বাচনী এলাকার বা ভোটার এলাকার অধিবাসী হিসাবে গণ্য হইবেন, যদি না তিনি অনুরূপ চাকুরীরত না থাকিলে বা অনুরূপ সরকারী পদে অধিষ্ঠিত না থাকিলে যে ভোটার এলাকার বা নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী থাকিতেন সেই এলাকার অধিবাসী হিসাবে তালিকাভুক্ত হইবার জন্য রেজিস্ট্রেশন অফিসার বরাবর আবেদন করেন।

(৪) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত অনুরূপ কোন ব্যক্তির স্বামী বা স্ত্রী এবং তাহার ছেলেমেয়েদের মধ্যে যাহারা ভোটার তালিকাভুক্ত হইবার অধিকারী তাহারা যদি সচরাচর অনুরূপ ব্যক্তির সহিত বসবাস করেন তাহা হইলে তাহারা অনুরূপ ব্যক্তি যে নির্বাচনী এলাকার বা ভোটার এলাকার অধিবাসী বলিয়া গণ্য হইয়াছেন সেই এলাকার অধিবাসী বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৫) কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের কোন জেলাখানায় বা অন্য কোন আইনগত হেফাজতে আটক থাকিলে, তিনি এইভাবে আটক না থাকিলে যে নির্বাচনী এলাকার বা ভোটার এলাকার অধিবাসী থাকিতেন, সেই নির্বাচনী এলাকার বা ভোটার এলাকার অধিবাসী বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৬) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন বাংলাদেশী নাগরিক বিদেশে বসবাস করিলে, তিনি সর্বশেষ যে নির্বাচনী এলাকায় বা ভোটার এলাকায় বসবাস করিয়াছেন অথবা তাহার নিজ বা পৈতৃক বসতবাড়ী যে স্থানে অবস্থিত ছিল বা আছে, তিনি সেই এলাকার অধিবাসী বলিয়া গণ্য হইবেন"।

পরিশিষ্ট-খ

নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের জন্য সংরক্ষিত প্রতীকের তালিকা

ক্রমিক	নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের নাম	সংরক্ষিত প্রতীক
১.	লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপি	ছাতা
২.	জাতীয় পার্টি-জেপি	বাইসাইকেল
৩.	বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (এম.এল)	চাকা
৪.	কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ	গামছা
৫.	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	কাস্তে
৬.	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা
৭.	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বি.এন.পি	ধানের শীষ
৮.	গণতন্ত্রী পার্টি	কবুতর
৯.	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি	কুঁড়েঘর
১০.	বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	হাতুড়ী
১১.	বিকল্পধারা বাংলাদেশ	কুলা
১২.	জাতীয় পার্টি	লাঙ্গল
১৩.	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ	মশাল
১৪.	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি	তারা
১৫.	জাকের পার্টি	গোলাপ ফুল
১৬.	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ	মই
১৭.	বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি-বিজেপি	গরুর গাড়ি
১৮.	বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন	ফুলের মালা
১৯.	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	বটগাছ
২০.	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ	হারিকেন
২১.	ন্যাশনাল পিপলস্ পার্টি (এনপিপি)	আম
২২.	জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	খেজুর গাছ
২৩.	গণফোরাম	উদীয়মান সূর্য
২৪.	গণফ্রন্ট	মাছ
২৫.	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-বাংলাদেশ ন্যাপ	গাভি
২৬.	বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি	কাঁঠাল
২৭.	ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশ	চেয়ার
২৮.	বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি	হাত ঘড়ি
২৯.	ইসলামী ঐক্যজোট	মিনার
৩০.	বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস	রিক্সা
৩১.	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	হাত পাখা
৩২.	বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট	মোমবাতি
৩৩.	বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি	কোদাল
৩৪.	খেলাফত মজলিস	দেওয়াল ঘড়ি
৩৫.	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ-বিএমএল	হাত (পাঞ্জা)
৩৬.	বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট (মুক্তিজোট)	ছড়ি
৩৭.	বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট-বিএনএফ	টেলিভিশন
৩৮.	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এনডিএম	সিংহ
৩৯.	বাংলাদেশ কংগ্রেস	ডাব
৪০.	তৃণমূল বিএনপি	সোনালী আঁশ
৪১.	ইনসানিয়াত বিপ্লব, বাংলাদেশ	আপেল
৪২.	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ	মটরগাড়ি (কার)